ইন্দ্র মুভিটোনের চিত্রার্ঘ্য

3-7-42

ইন্দ্র মুভিটোন

কলিকাতা

কাহিনী ও পরিচালনা	:	জ্যোতিষ বন্দ্যোপাধ্যায়
সঙ্গীত ও সংলাপ	:	কৃষ্ণধন দে
আলোকচিত্র শিল্পী	:	এ, হামিদ
শব্দযন্ত্রী	:	জে, ডি, ইরাণী
সঙ্গীত পরিচালনা	:	দুর্গা সেন
রসায়নাগার শিল্প	:	ধীরেন দাসগুপ্ত
চিত্র সম্পাদক	:	সামসুদ্দীন
রূপসজ্জা	:	বসীর আহম্মদ
প্রচার তত্ত্বাবধায়ক	:	অজিত সেন

পর্দার অন্তরালে

পরিচালনায়	:	পশুপতি ভাদুড়ী
স্থিরচিত্রে	:	গোপাল চক্রবর্ত্তী ও সত্য সান্যাল
শব্দযন্ত্রে	:	সত্যেন ঘোষ ও কল্যাণ সেন
কারুশিল্পে	:	পাঁচুগোপাল দে
রসায়নাগারে	:	মথুরা ভট্টাচার্য্য, দীনবন্ধু চ্যাটার্জ্জি, শম্ভু শাহা ও মজু

পর্দার উপরে

ভীষ্ম	:	জহর গাঙ্গুলী
অম্বা	:	চন্দ্রাবতী
পরশুরাম	:	সন্তোষ সিংহ
নারায়ণ	:	সুশীল রায়
শান্তনু	:	অমল বন্দ্যোপাধ্যায়
সত্যবতী	:	শিশুবালা
জাহ্নবী	:	মীরা দত্ত
দাসরাজ	:	বিজয় কার্ত্তিক দাস
দাসরাণী	:	মনোরমা
কৃতকল্প	:	জয়নারায়ণ মুখোপাধ্যায়
শাল্বরাজ	:	কার্ত্তিক রায়
পণ্ডিত	:	সত্য মুখোপাধ্যায়
কাশীরাজ	:	সরোজ বাগচী
অম্বিকা	:	রেখা মিত্র
অম্বালিকা	:	সন্ধ্যা দেবী
বিচিত্রবীর্য	:	প্রহ্লাদ বন্দ্যোপাধ্যায়

অন্যান্য চরিত্রে :

শান্তা, বীণা, আরতী, অনিতা, অরুণা, বিমান, শিবু, মনোরঞ্জন, পূর্ণেন্দু প্রভৃতি

সে এক অতীত যুগের কাহিনী।

—সেদিন, স্তব্ধ রজনীর দিশা-হীন অন্ধকারে সুপ্তিমগ্ন সমগ্র হস্তিনাপুরী। রজনীর শেষ প্রহর—সে দিগন্তবিস্তারী অন্ধকারে প্রাণহীন ছায়ামূর্ত্তির মত দাঁড়িয়ে আছে হস্তিনার রাজ-প্রাসাদ। তিমিরের মধ্য দিয়ে নিঃশব্দচরণে চলেছে এক যন্ত্রদানব সেই প্রাসাদের অভ্যন্তরে, যেন কোন রহস্য আবিষ্কারের আশায়। যন্ত্রদানব অদৃশ্য মায়াবীর মত রাজ-প্রাসাদে প্রবেশ করে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চতুর্দ্দিকে নিরীক্ষণ করতে করতে বহির্বাটী অতিক্রম করে প্রবেশ করল অন্তঃপুরে। তারপর কক্ষের পর কক্ষ অতিক্রম করে সে পৌঁছিল রাজার শয়নকক্ষের সীমানায়। সেখানে সে দেখল, নিস্তব্ধ নিঝুম চারিদিকে শুধু বেত্রবতী প্রহরিণীরা ইতস্ততঃ বিচরণ করছে সেই শয়ন-কক্ষের পাহারায়। অদৃশ্য মায়াবী এবার, সেই কক্ষের প্রবেশদ্বার উন্মুক্ত করে প্রবেশ করল—মহারাজের কক্ষের অভ্যন্তরে। সেখানে দেখা গেল, দুগ্ধফেননিভ এক স্বর্ণ পালঙ্কে মহারাজ শান্তনু সুখনিদ্রায় অভিভূত। মায়াবী সেই সুপ্ত-সম্রাটের তন্দ্রাচ্ছন্ন মুখমণ্ডলে দেখল যেন কি বিষাদের কালিমা, মনে হলো তাঁর নিদ্রাতুর আঁখি দুটি কোন হারাণো স্বপ্নে বিভোর। মায়াবী তার সর্ব্বরহস্য-

ভেদী দৃষ্টির সন্ধানে আলোকপাত করল মহারাজের মানসলোকের রহস্যপুরীর মণিকোটায়। মহারাজের স্বপ্ন ভেসে উঠলো যন্ত্রদানবের চোখের পাতায়।

মহারাজ শান্তনু স্বপ্ন দেখছেন, জলগর্ভে এক বিরাট প্রাসাদ—প্রাসাদের প্রাঙ্গণে দীর্ঘাকৃতি তেজপুঞ্জকলেবর এক মহাপুরুষ দণ্ডায়মান—আর তাঁরই সম্মুখে দেবকান্তি এক কিশোর গঙ্গাবক্ষে যেন কোন্ নির্দ্দিষ্ট লক্ষ্যের প্রতি শরসন্ধান করছে। হস্তচ্যুত শর নদী-বক্ষে পতিত হওয়া মাত্র নদীর জল প্রবল কম্পনে আলোড়িত হয়ে এক বিরাট জলস্তম্ভের সৃষ্টি করল!

মহাপুরুষ আনন্দে আত্মহারা হয়ে বলে উঠলেন—"তুমি জগতে শ্রেষ্ঠ ধনুর্ব্বিদ হবে, এমন কি যদি তোমার গুরু কোন দিন তোমাকে যুদ্ধে আহ্বান করেন, তুমি গুরুকেও পরাজিত করতে সক্ষম হবে।" শিষ্য ত অবাক! তারপর শিষ্যের গর্ভধারিণী জাহ্নবী দেবী এসে পুত্রকে বুঝালেন যে—"বৎস, তোমার গুরু, পরশুরাম যিনি একবিংশতী বার নিঃক্ষত্রিয় করেছেন, তাঁর কথায় সন্দেহ করো না। ইনি সাক্ষাৎ ভগবান।" যাই হোক গুরু পরশুরাম বিদায় নেবার পর—জাহ্নবী দেবী দেবব্রতকে বল্লেন, "এবার আমিও তোমাকে তোমার পিতার কাছে দিয়ে এসে বিদায় নেব বৎস।" পুত্র আশ্চর্য্য হয়ে বল্লে—"আমার পিতা?" জাহ্নবী দেবী বল্লেন—"হ্যাঁ তোমার পিতা—শান্তনু, হস্তিনাপুরের সম্রাট!"

—তখনি সম্রাট শান্তনুর স্বপ্ন ভেঙে গেল—তিনি ঘুম থেকে ধড়মড়িয়ে উঠে বল্লেন—"কে আমাকে ডাক্‌লে?" "কে এসেছিল রাজ-কক্ষে?"

প্রহরিণীরা ত অবাক্! তারা বল্লে "কৈ কেউ ত আসেনি মহারাজ।" শান্তনু মান্‌তে চান না—তিনি বল্লেন "নিশ্চয়ই এসেছিলেন—এসেছিলেন আমার ষোল বৎসরের নিরুদ্দিষ্টা পত্নী জাহ্নবী দেবী!" বেত্রাবতীরাও অপ্রকৃতস্থ রাজাকে কিছুতেই ঘরের বাহিরে যেতে দেবে না—রাজাও ছাড়বেন না।

তারপর ভোরের আলোর আভাস দেখে পরিচারিকারা রাতের প্রদীপ নিভিয়ে দিল। রাজা ঘুরতে ঘুরতে একেবারে গঙ্গার তীরে পাগলের মত কাকে যেন খুঁজে বেড়াতে লাগ্‌লেন। এদিকে মন্ত্রীগণ আর রাজপুরুষরা যখন জান্‌তে পারলেন—"মাথা-খারাপ রাজা কোথা চলে গেছেন,"—তখন তাঁর অনুসন্ধানে চারদিকে দলে দলে ঘোড়শোয়ার ছুটিয়ে দিলেন! তারপর সূর্য্য উঠ্‌তেই দেখা গেল একটী পরিপূর্ণ-যৌবনা নীচু জাতের মেয়ে গান গাইতে গাইতে আপন মনে নদীর দিকে চলেছে। তারপর সেই মেয়েটির হ'ল হঠাৎ শান্তনু রাজার সঙ্গে দেখা। রাজা এই মেয়েটিকেই তাঁর স্বপ্নের জাহ্নবী দেবী ভেবে হাত ধরে টানাটানি করে বল্লেন, "চল রাণি প্রাসাদে ফিরে চল"। সে মেয়েটি বল্লে "ভালরে ভাল, যাবো কোথা আমি জেলের মেয়ে আমার নাম সত্যবতী। কিন্তু তুমি ভুল করেই হোক আর জেনেশুনেই হোক, যখন আমার হাত ধরেছ, তখন আমার জাত গিয়েছে।"

শান্তনু ভাবেন—মেয়েটি বলে কি?" যাই হোক রাজা তার রূপ যৌবনে আর কথাবার্ত্তায় বিমুগ্ধ হয়ে তার গলাতেই নিজের মুক্তার মালা পরিয়ে দিয়ে বল্লেন, "চল আমার প্রাসাদে—তোমাকেই আমি রাণী কর্‌বো!"

সত্যবতীও রাজার প্রতি প্রথম দর্শনে প্রণয়াসক্তা হয়ে রাজী হলো—কিন্তু তার বাপ-মার অনুমতি নিতে নিজেদের কুটীরপানে চল্‌লো।

রাজা ততক্ষণ অপেক্ষা কর্‌তে লাগ্‌লেন—ইতিমধ্যে জাহ্নবী দেবী তাঁর ছেলে দেবব্রতকে নিয়ে সেখানে উপস্থিত হলেন। রাজা তাঁকে দেখে তখনি বদ্‌লে গিয়ে জাহ্নবীকে প্রাসাদে ফিরিয়ে নেবার জন্য মহা পীড়াপীড়ি কর্‌তে লাগ্‌লেন। কিন্তু তাঁর অনুরোধ উপেক্ষা করে, রাজাকে তাঁর ঔরসজাত সন্তান দেবব্রতকে দান করে মকর-বাহিনী জাহ্নবী গঙ্গা জলে অন্তর্হিতা হলেন।

* * * *

এদিকে সত্যবতীর কথা শুনে, সত্যবতীর পিতা দাসরাজ কিছুতে বিশ্বাস কর্‌তে চায় না যে—স্বয়ং রাজা এসে দাঁড়িয়ে আছেন নদীঘাটে একটা জেলের মেয়েকে বিয়ে কর্‌তে।" তারপর অনেক বাকবিতণ্ডার পর তারা যায় রাজার উদ্দেশে। কোথায় রাজা! রাজা তখন পুত্রকে নিয়ে প্রাসাদে ফিরে গেছেন। দাসরাজা তো রেগে অগ্নি-শর্ম্মা! বল্লে—"যে আমার মেয়েকে মিথ্যে কথা বলে তার গায় হাত দিয়ে পালিয়েছে, তার রাজ্যে গিয়ে তাকে আমার মেয়েকে বিয়ে কর্‌তে বাধ্য কর্‌বো,—যদি সে রাজী না হয়—আমরা বিদ্রোহী হয়ে রাজ-সিংহাসন চুরমার করে দেবো!"

এদিকে শান্তনু পুত্র দেবব্রতকে প্রাসাদে নিয়ে আস্‌তে সবাই অবাক!

রাজা বল্লেন "তোমরা বিস্মিত হয়ো না! এই কিশোর তোমাদের যুবরাজ দেবব্রত!"

ঠিক সেই শুভক্ষণে সেখানে এসে উপস্থিত হল, দাসরাজ, দাসরাণী, তাদের কন্যা সত্যবতীকে নিয়ে! দাসরাজ মহাক্রুদ্ধ হয়ে দাবী করে রাজার কাছে "তার মেয়েকে বিয়ে কর্‌তেই হবে!" রাজা অনেক বুঝালেন যে "তিনি ভুল করেছিলেন, এবং তাঁর সে ভুলের দণ্ডস্বরূপ তিনি তাদের বহু ধন রত্নাদি দান করছেন,"—কিন্তু দাসরাজ নাছোড়বান্দা!—তখন দেবব্রত পিতাকে বল্লেন, "না পিতা! উনিই আমার মা, ওঁকে রাজমহিষীরূপে ঘরে তুলে নিতে হবে।" শুধু তাই নয় অন্তপুরে যাবার পথে দাসরাণীর ইচ্ছানুযায়ী তার কাছে তিনি প্রতিজ্ঞা করলেন, "রাজসিংহাসনের তিনি দাবী জীবনে করবেন না এবং সত্যবতীর গর্ভে যে সন্তান জন্মাবে, সেই হবে রাজা; আর তিনি নিজে আজীবন চির ব্রহ্মচারী থাকবেন।" শান্তনু অনুতাপ করে দেবব্রতকে তার প্রতিজ্ঞা ফিরিয়ে নিতে বল্লেন, কিন্তু দেবব্রত তার প্রতিজ্ঞায় রইলেন অটল। এমন ভীষণ প্রতিজ্ঞা করতে পেরেছিলেন বলে, দেবব্রতের নাম হলো ভীষ্ম।

* * * *

তারপর বার বৎসর কেটে গেল। শান্তনু মারা গেলেন, রাণী সত্যবতী বিধবা হলেন। কিন্তু সত্যবতীর গর্ভে এক পুত্রসন্তান জন্মায়, নাম হলো তার বিচিত্রবীর্য্য। সেই বিচিত্রবীর্য্য এখন বার বৎসরের বালক।

ভীষ্মের বাল্যসখা ও পার্শ্বচর কৃতকল্প ভীষ্মদেবকে মহারাজ বলে সম্বোধন

করল, ভীষ্ম আপত্তি তুলে বল্লেন, "না কৃতকল্প, মহারাজ আমি নই এ রাজ্যের সম্রাট আমার ভাই বিচিত্রবীর্য্য। আমি তার হয়ে রাজ্য পরিচালনা করি এইমাত্র।" বিচিত্রবীর্য্য বল্লে, "দাদা রাজা নয়, আমি ছোট হয়ে রাজা কেন মা?—সত্যবতী বল্লেন, "তোমার দাদা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ, তিনি রাজ্যের অধিকারী হয়েও রাজ-সিংহাসনে তোমাকেই বসাবেন।"

তারপর একদিন কাশীরাজ পত্র লিখে নিমন্ত্রণ করলেন ভীষ্মদেবকে—তাঁর তিন কন্যা অম্বা, অম্বিকা ও অম্বালিকার স্বয়ম্বর, তিনি যেন যথা সময়ে সভায় উপস্থিত হন। সবাই বলে "ভীষ্মদেব চির ব্রহ্মচারী, তিনি আর স্বয়ম্বরে যাবেন কি?" কিন্তু ভীষ্মদেব বলেন, না গেলে তারা তাঁকে কাপুরুষ বলবে। অতএব তিনি যাবেন এবং বীর্য্যশুল্কা কাশীরাজের তিন কন্যাকে জয় করে ঘরে তুলে এনে তাঁর ভাই বিচিত্রবীর্য্যকে দান করবেন।" এর মধ্যে শাল্বরাজ বলে এক সুপুরুষ বলিষ্ঠ কিন্তু স্বল্পবুদ্ধি রাজা শীকার কর্‌তে গিয়ে কাশীরাজের জ্যেষ্ঠা কন্যা অম্বাকে দেখে বিমুগ্ধ হয়ে তাঁহাকে বিবাহ কর্‌তে চান। অম্বাও তখনকার মত শালের প্রতি আকৃষ্ট হন এবং শাল্বরাজকে নিজেদের প্রাসাদে আমন্ত্রণ করে নিয়ে আসেন। কাশীরাজ রাজাকে যথা-যোগ্য অভ্যর্থনা করে অতিথি সৎকার করেন। এদিকে অম্বা ও শাল্বরাজের মধ্যে গোপন প্রেমালাপ চল্‌তে থাকে,—এ কথা যেদিন অম্বিকা আর অম্বালিকা জান্‌তে পার্‌ল, সেদিন তারা ঈর্ষাপরবশ হয়ে কাশীরাজকে জানিয়ে দিল। কাশীরাজ তা শুনে, শাল্বরাজকে তিরস্কার করে জানালেন, যে ব্যক্তি অতিথি-

সৎকারের আসান না করে বিনা অনুমতি ক্রমে তাঁর কন্যার সঙ্গে গোপনে প্রেমালাপ করে, তাঁকে তিনি আর প্রাসাদে স্থান দেবেন না। আর বিদায় কালে বলে দিলেন, "আমার কন্যাদের স্বয়ম্বর সভায় এসে নিজের বলবত্তার পরিচয় দিয়ে তিনি তাঁর কন্যাদের লাভ করতে পারেন। তবে এক সঙ্গে তিন কন্যাকেই গ্রহণ করতে হবে।"

তারপরই স্বয়ম্বর—। সভায় দ্বন্দ্বযুদ্ধে শাল্বরাজ হেরে গেলেন। অপরাপর রাজারা ভীষ্মের সঙ্গে যুদ্ধ করতেই সাহস করলনা। ফলে ভীষ্মদেব কাশী-রাজের তিন কন্যাকে গ্রহণ করলেন।

তারপর ভীষ্মদেব তাঁর কনিষ্ঠ বিচিত্রবীর্য্যকেই যখন এই তিন কন্যাকে দান করতে চাইলেন,—জ্যেষ্ঠা কন্যা অম্বা প্রতিবাদ করে বলে উঠ্‌ল—"জীবন থাকতে সে এই বালককে স্বামীত্বে বরণ করবে না।" ভীষ্মদেব মনে মনে ক্রুদ্ধ হলেও আর সকলের পরামর্শে অম্বাকে ফিরিয়ে দিলেন, তার পূর্ব্বপ্রণয়ী শাল্বরাজের শিবিরে।

এদিকে শাল্বরাজ ভাবে—"চির রহস্যময়ী এই নারী জাতি। যে অম্বা একদিন আমার জন্য কত না অপমান বরণ করে নিয়েছিল, সে একটুও প্রতিবাদ না করে ভীষ্মের সঙ্গে নীরবে চলে গেল!"

ঠিক সেই সময়ে—অম্বা তার কাছে ফিরে এল। কিন্তু শাল্ব তাতে সন্তুষ্ট

হলো না বরং সে আর ভীষ্মের উচ্ছিষ্ট গ্রহণ করবে না বলে—অম্বাকে ঘৃণায় প্রত্যাখান করল। তখন—যে নারী এসেছিল পুরুষের কাছে তার হৃদয়ের পবিত্র অর্ঘ্য নিয়ে, সে ফিরে গেল প্রতিহিংসার বহ্নিজ্বালা বুকে ধরে! তারপর এল ঝড়—সে ঝড়ে উড়ে গেল কল্পনার রঙীন প্রসাদ—পড়ে রইল মরুভূমির সীমাহীন হাহাকার।

তারপর অম্বা গেল ভীষ্মের গুরু ভার্গবের আশ্রয়ে। প্রত্যাখ্যাতা নারীর সব কথা শুনে ভার্গব তার প্রতিকারের প্রতিশ্রুতি দিলেন।

এদিকে ভীষ্মদেব তাঁর কনিষ্ঠ বিচিত্রবীর্য্যকে অস্ত্রশিক্ষা দেবার জন্য যতই চেষ্টা করেন, বালক-রাজা ততই ধীরে ধীরে তার যুবতী দুই মহিষীদের প্রতি আকৃষ্ট হতে লাগল।—সে রাত্রে ভার্গব কর্ত্তৃক আমন্ত্রিত হয়ে ভীষ্ম গেলেন গুরুঃ দর্শনে। পরশুরাম যুক্তি দেখিয়ে বলেন—"অম্বাকে ত্যাগ করা উচিত হয় নি।" ভীষ্ম বলেন—"অম্বাকে গ্রহণ করা তাঁর পক্ষে অসম্ভব।" এই কথা নিয়ে গুরু শিষ্যে মহাতর্ক বিতর্ক চলে। পরিশেষে পরশুরাম ভীষ্মকে যুদ্ধে আহ্বান করে বল্লেন—"শস্ত্রমুখে আমি তোমাকে বাধ্য করবো অম্বাকে গ্রহণ করতে।"

এদিকে জাহ্নবী চাইলেন—তিনি ভীষ্মকে এ যুদ্ধতে প্রতি নিবৃত্ত করতে—ওদিকে সত্যবতী বলেন—ভীষ্ম ক্ষত্রিয়—যুদ্ধে আহুত হয়ে ক্ষত্রিয়ের নিরস্ত হওয়া অধর্ম্ম।" যাই হোক, ভীষ্মসথা কৃতকল্প যখন দেখলেন গুরু শিষ্যের এ যুদ্ধ অনিবার্য্য, তখন তিনি শাল্বরাজকে গিয়ে বুঝিয়ে এলেন—"অম্বার প্রণয়ের গভীরতা সে বুঝতে পারেনি—অম্বা তাকেই ভাল বেসেছিল। সে তার তরুণ জীবনের প্রথম অর্ঘ্য দিতে এসেছিল, তারই পায়ে।—ভীষ্ম অতর্কিত

ঝড়ের মতো এসে অর্ঘ্য ফেলে দিয়েছে দূরে। তাই অম্বা আজ ভীষ্মের চায় নিধন!"—শাল্বরাজ তখন বুঝ্‌লো তার ভুল। সে গেল অম্বার অনুসন্ধানে। ...অম্বা তখন ভীষ্মের নিধনের জন্য উগ্র তপস্যা করছে। জাহ্নবী দেবী বহু চেষ্টা করলেন অম্বাকে তপস্যা ছাড়িয়ে গৃহবধূ হয়ে জগতের কল্যাণ সাধন করতে গৃহে ফিরাতে—কিন্তু অম্বা তার সংকল্পে অবাক অটল! তারপর শাল্বরাজ এলেন অনুতপ্ত হয়ে অম্বার কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করতে—আর তাকে নিজ প্রাসাদে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে। অম্বার মনে তখন জেগে উঠেছে প্রতিহিংসার মাদকতা!—অম্বার বুকে তখন উৎসরিত হয়েছে অগ্নি-গিরির ক্ষিপ্ত প্রবাহ—! সে ঘৃণাভরে দূর করে দিল শাল্বরাজকে!

এদিকে যথা সময়ে গুরু শিষ্য উপস্থিত হলেন রণ-স্থলে?

তারপর হলো দিনের পর দিন ধরে ভীষণ ও ভীতিপ্রদ পরস্পরে যুদ্ধ!

তারপর?

তারপর অম্বা—?

সে বিজয়িনী নারী—সুকঠিন সাধনায় পৃথিবীর বুকে নারীর গৌরব সিংহাসন স্থাপন করে—চলে গেল পুরুষের কলুষিত স্পর্শের বহু উর্দ্ধে—। সে অগ্নি-শিখারূপিণী নারী অগ্নি শিখার জলন্ত অক্ষরে লিখে গেল তার উৎপীড়িত জীবনের বেদনাময় ইতিহাস! সে অভিমানিনী নারী, পুরুষ ও নারীর সকল গণ্ডীর বাহিরে—সকল কামনার ব্যর্থতার হাহাকারে সৃষ্টির এক বিচিত্র অভিশাপ বরণ করে নিয়ে অদূর ভবিষ্যতের যবনিকার অন্তরালে ভীষ্মের মৃত্যুবান রচনা করে গেল—তারই অতিশপ্ত চিতাভস্মে! সেদিন ভীষ্মের ইচ্ছামৃত্যু কুরুক্ষেত্রের রণাঙ্গণে অম্বারই তৃপ্তির অট্টহাস্যে হবে সার্থক—সুন্দর সুমহান!!

গীতালী

(১)

রঙিন উষার আলোক ধারায়
গান গেয়ে যাই
পাখির ডাকে যে সুর কাঁপে
আমার গানে সে সুর জাগাই
চলে অচিন পথিক সবুজ মাঠে
নামে গাঁয়ের মেয়ে নদীর ঘাটে
হিজল বীথির ফাঁকে ফাঁকে
কে আমারে ডাকে সদাই।
আকাশ ভরা সবুজ মেঘে
কার হাসিটি উঠল জেগে
আনলো বাতাস পরশ সে কার
সেই কথাটি শুধাতে চাই।

(২)

দেবতাগো তার পাষাণ বেদীর একটি
লুকান পাশে
মোর মরমের একটি বেদনা
ভীরু পায়ে যায় আসে
অশ্রু ভিজান কথাগুলি মম হায়
ভাঙ্গা ডাকে কহে ভিখারী যে ফিরে যায়
তব আলো লাগি কাঁদে রাতি মোর
এতটুকু আলো আশে
যে ফুল ঝরিতে চলেছে মরনে
তুলে নাও তারে না ঝরা জীবনে
বিকাশের নব নীলে নীলে তার
না যেন ঘনায় ঘন মেঘ ভার
বেদনার মহা তিমির সাগরে
যেন তার তরী ভাসে।

(৩)

ওরে তোরা চাসনে ফিরে পিছন পানে
ওরা যতই ডাকুক গানে গানে
ওদের ডাকে ভুলিস্‌নে আর
তোর মায়ের ডাকই বাসিস্‌ ভালো
ঘরের প্রদীপ থাকতে রে তোর
কাজ কি ওদের দূরের আলো
ভুলের বোঝা বহিস্‌ নে আর
নূতন প্রভাত আসবে এবার
আঁধারকে তুই করবি যে জয়
তোরই প্রাণের আলোক দানে।

(৪)

নূপুরে বাজবে এবার ছন্দ মধুর মঞ্জু গীতি
অতিথি এল দ্বারে নিয়ে সাথে মিলন তিথি।
প্রেমের লিপি নয়ন কোনে
কোন মিলনের স্বপন বোনে
নূতন সুরে ফুট্‌ল মুকুল গন্ধে ভরে হৃদয় বীথি!
অচিন্‌ পুরীর পাষাণ দুয়ার
খুল্‌লো ওকার পরশ লেগে
সোনার কাঠির রূপকুমারী
স্বপন দেখে উঠ্‌ল জেগে
যে কথাটি গহীন রাতে
কইবে আজি পীতম সাথে
জানি, জানি, জানি গো তার
হৃদয়-চপল গোপন রীতি॥

প্রাণের তারে যে সুর বাজে
জাগে রঙিণ কল্পনা
ছন্দে তাহার আঁক্‌ব এবার
আল্পনা সই আল্পনা
জাগে রঙিণ কল্পনা
দীপের মাথায় সাজিয়ে মোরা
আনব বধূ ঘরে
ফুলের মালায় বাঁধবো তারে
প্রেমের বেদীর পরে
শয্যাখানি কর্‌বো কোমল
মিলন স্বপন ভাঙ্গবোনা।
পাতায় ফুলে আমরা সাজাই
মিলন তোরণ দ্বার
আমরা আনি মিলন পূজার
নবীণ উপচার
একটি দিনের মধুর স্মৃতি
ভুলবোনা আর ভুলবোনা

ঘুমের ঘোরে অবুঝ খেলা খেলব না আর
খেলব না
মিলন মালা গাঁথবে এবার অফুট কুঁড়ি
তুলব না।
কুঁড়িই আমার লাগবে ভালো
বসে না তায় ভ্রমর কালো
হবে যে ফুল গন্ধে দোদুল
আজকে তারে ভুলব না
কাজল আঁখির পরশ লেগে
উঠ্‌বে কুড়ি চুমায় জেগে
যে কথাটি বলব তখন
এখন ত তা বলব না।

সুন্দর অভিরাম বন্দি পরশুরাম
জয় গুরু মোক্ষ প্রদাতা
নমো নমো পূর্ণ বিধাতা
করুণায় সুমহান সাধনায় গরীয়ান্
মঙ্গলময় ভয়ত্রাতা
নমো নমো পূর্ণ বিধাতা
ক্ষত্রিয় দম্ভে প্লাবিতা ধরণী
আনিলে মুক্তি লাগি বরাভয় তরণী
চরণে পুষ্প ভাতি
বিনাশিলে অমারাতি
দিব্য আলোক গাহে তব জয় গাথা
নমো নমো পূর্ণ বিধাতা

ইন্দ্র মুভিটোনের প্রচার বিভাগ হইতে শ্রীঅজিত সেন কর্ত্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত ও কালিকা প্রেসে মুদ্রিত।

আসিতেছে!

বাঙলার বৃহত্তম ফিল্ম ষ্টুডিওতে বহু অর্থ-ব্যয়ে ও শ্রেষ্ঠ শিল্পী-দের দ্বারা নিপুণ-ভাবে রচিত বৎসরের স্মরণীয় নিবেদন!

ইন্দ্র মুভিটোনের
নূতন সমাজ চিত্র

পরিচালনা:

জ্যোতিষ বন্দ্যোপাধ্যায়

চিত্র-পরিবেশক

রায়সাহেব চন্দনমল ইন্দ্রকুমার

৩নং সিনাগগ ষ্ট্রীট • কলিকাতা
ফোন: বড়বাজার ৪৯৭